তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ভবন নং-৬ (৭ম তলা)
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০
ফ্যাক্সঃ ৯৫৭৬৬৯০, ই-মেইল scymopme@gmail.com
ওয়েব-সাইটঃ www.mopme.gov.bd

সূচিপত্র

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পটভূমি

১.১. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

১.২. নীতির শিরোনাম

২. আইনগত ভিত্তি

২.১. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

২.২. অনুমোদনের তারিখ

২.৩. নীতি বাস্তবায়নের তারিখ

৩. তথ্য

৩.১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৩.২. তথ্য প্রদানকারী ইউনিট

৩.৩. আপীল কর্তৃপক্ষ

৩.৪. তথ্য কমিশন

৩.৫. তৃতীয় পক্ষ

৪. তথ্যের শ্রেনী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি

৪.১. স্বপ্রনোদিত তথ্য

৪.২. অনুরোধ বা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান এবং স্বপ্রণোদিতভাবে প্রণীত তথ্যের তালিকা

৪.৩. কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এবং এর তালিকা

৫. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

৮. তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

৯. তথ্য প্রদানের পদ্ধতি

১০. তথ্য প্রদানের সময়সীমা

১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী

১২. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি

১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলার শাস্তিবিধান

১৪. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৬. মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী ও গৃহীত পদক্ষেপ

১৭. সংযুক্তি

পরিশিষ্ট 'ক' স্বপ্রনোদিত তথ্যের তালিকা

পরিশিষ্ট 'খ' অনুরোধ/ চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা

পরিশিষ্ট 'গ' তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

পরিশিষ্ট 'ঘ' তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

পরিশিষ্ট 'ঙ' আপীল আবেদন

পরিশিষ্ট 'চ' অভিযোগ দায়েরের ফরম

পরিশিষ্ট 'ছ' প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পটভূমি ঃ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি। দেশে শিক্ষিত, দক্ষ এবং আধুনিক ধ্যান-ধারনায় উপযুক্ত জনবল তৈরীর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এখন সময়ের দাবী। দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবেচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে এ দেশের নাগরিকদের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সনে প্রাথমিক শিক্ষাকে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি বিভাগ এবং পরবর্তীতে ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। তৎপূর্বে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৭৮ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য ঃ

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এই আইনের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী সর্ম্পকে দেশের সকল নাগরিক তাদের চাহিদামত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য পাওয়ার অধিকারী। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নানাবিধ কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টার (ইউআইএসসি), জেলা ও উপজেলা ওয়েব পোর্টাল তন্মধ্যে অন্যতম। ইউআইএসসি এর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারনা এবং এর সুবিধা সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০১.০৭.১৯৭৩ সালে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এক ঘোষণায় জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে বিগত ০৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬,১৯৩টি বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। বর্তমানে ৩টি ধাপে/পর্যায়ে জাতীয়করণ কার্যক্রম চলছে।

বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণসহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

উপরোল্লিখিত কার্যক্রম সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য জানার অধিকার জনগণের রয়েছে।

১.২ নীতির শিরোনাম ঃ

এই নীতিমালা 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫' নামে অভিহিত হবে।

২. আইনগত ভিত্তি ঃ

২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ- সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২ অনুমোদনের তারিখ- ২৬ মে ২০১৫

২.৩ নীতি বাস্তবায়নের তারিখ- ০১ জুন ২০১৫

৩. **তথ্য ঃ** তথ্য অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি তথ্য-উপাত্ত, লগ-বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপি ও এর অর্ন্তভুক্ত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটসিট বা নোটসিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক পদবী ও ফোন নম্বরসহ ঠিকানা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

ক্রমিক নং	নাম,পদবী ও ঠিকানা	দাপ্তরিক ফোন নম্বর	প্রধান কার্যালয়/ আঞ্চলিক কার্যালয়
১.	মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	৯৫৪৬০৩৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভবন নং-৬, কক্ষ নং-৬০৩ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২.	রেবেকা সুলতানা সিনিয়র সহাকারী সচিব (প্রশাসন-১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা		প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভবন নং-৬, কক্ষ নং-৬২১ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩.	মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	০১৫৫৬৭৭০০৭৭ ৯৫৫৬০৫৬	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪.	ড. এ, এম পারভেজ রহিম উপ-পরিচালক (উপ-সচিব) (সংস্থাপন) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিরপুর-২, ঢাকা	০১৭১৬৬৩৭৫৭৬ ৯০১২৯২০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিরপুর-২, ঢাকা
৫.	দিলীপ কুমার সরকার প্রোগ্রামার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহ	০১৭১৮২৯৭১২১	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ
৬.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তেজগাঁও, ঢাকা	০১৭১১৩০১৭৫৭	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তেজগাঁও, ঢাকা

৩.২. তথ্য প্রদানকারী ইউনিটঃ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সমম্বয়ে প্রত্যেকটি কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট গঠিত হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তর, সংস্থা (৪টি বিভাগীয় কার্যালয়) তথ্য প্রদানকারী ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে।

৩.৩. আপীল কর্তৃপক্ষঃ প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মহাপরিচালক আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন।

৩.৪. তথ্য কমিশনঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.৫. তৃতীয় পক্ষঃ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যদি কেহ এমন তথ্য দাবি করে যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কিন্তু অন্য কার্যালয়/কর্তৃপক্ষের আওতাধীন, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কার্যালয়/কর্তৃপক্ষকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। অনুরূপভাবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট জমা থাকলে সেটি প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তৃতীয় পক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

৪.তথ্যের শ্রেণী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতিঃ

তথ্য প্রদান পদ্ধতি তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং নাগরিকের চাহিদা/অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে যাচিত তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের নিকট সহজলভ্য করার প্রয়াসে সূচিবদ্ধ আকারে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৪.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য ঃ কর্তৃপক্ষ যখন কোন নাগরিকের অনুরোধ ব্যতীত অর্থাৎ তথ্য না চাইতেই স্বউদ্যোগে তথ্য প্রকাশ বা উন্মুক্ত করে তখন তাকে স্বপ্রণোদিত তথ্য বলে। তথ্য অধিকার আইনের এই বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংক্রান্ত জনগনের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজলভ্য করার প্রয়াসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিত ও স্বতস্ফুর্তভাবে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য। স্বপ্রণোদিত তথ্যের আওতায় তথ্যগুলো বিশেষভাবে পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লেখ করা আছে।

এ সকল তথ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mopme.gov.bd) ও সময়ে সময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

অনুরূপভাবে যেকোন নাগরিকের চাহিদা মোতাবেক যদি কোন তথ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে পাওয়া না যায় তাহলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০) আবেদন করতে পারবেন।

৪.২ অনুরোধ বা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান এবং স্বপ্রণোদিতভাবে প্রণীত তথ্যের তালিকাঃ

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার অনুকূলে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এরূপ তথ্য ব্যতীত স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত তথ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন নাগরিকের আবেদন বা অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ বা আংশিক প্রদানে বাধ্য থাকবে (পরিশিষ্ট 'খ' তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিষয়াবলী)।

৪.৩ কপিতয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এবং এর তালিকাঃ

কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাধ্য থাকবে না। কোন্ কোন্ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় সে তালিকাও আইনের বিধান মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তথ্যের এ তালিকাটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬ মাস অন্তর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে তা সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না, যথা-

(ক) এমন কোন তথ্য যা প্রকশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে;

(খ) কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে কোন নাগরিকের জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোন ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(ঘ) এমন কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঙ) নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য।

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য;

(ছ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ এমন কোন তথ্য;

৫. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

তথ্য অীধকার আইন-২০০৯ এর অধীন নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক তা যথাযথভাবে নিম্নরূপে সংরক্ষণ করবে;

(ক) যথাযথ পদ্ধতি ও মান অনুসরণে তথ্য সংরক্ষণ করবে;

(খ) প্রয়োজনে তথ্য সংরক্ষণের জন্য কার্যকর অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করবে;

(গ) নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় যোগাযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা দালিলিক ফরমে হবে;

(ঘ) কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত সকল তথ্য যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে;

(ঙ) স্ব-প্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য (যা প্রকাশে আইনগত বাধা নেই) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর ওয়েবসাইটে (www.mopme.gov.bd) পাওয়া যাবে;

(চ) তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজ করার প্রয়াসে নাগরিকগণ যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল ও যাচিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন, তজ্জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উচ্চগতি সম্পন্ন সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা বিদ্যমান। এ লক্ষ্যে তথ্যসমৃদ্ধ নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বোপরি নিজস্ব mail server সৃজনপূর্বক e-mail যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করা হবে;

(ছ) নাগরিককে হাল তথ্য প্রদানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদা তৎপর। একজন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ৩ (তিন) সদস্যের টিম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত তথ্য হালনাগাদকরণে নিয়োজিত থাকবে।

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ১০-ধারার বিধান অনুসারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে পৃথক পৃথক 'তথ্য 'প্রদান ইউনিট' হিসেবে বিবেচনাপূর্বক প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নাম ও পদবীর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে এবং বদলী জনিত কারণে স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাগণ নাম ও পদবীর ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি:

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করবেন;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকৃত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা পরিশোধের জন্য চাহিদাকারীকে অবহিত করবেন;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন। তথ্য সরবরাহে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখপূর্বক ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য চাহিদাকারীকে তা অবহিত করবেন;
- কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে তার উপযুক্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারবেন;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৯-ধারার অধীনে বর্ণিত বিধানসমূহে নির্ধারিত

৯. তথ্য প্রদানের পদ্ধতিঃ

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুদ্রিত অনুলিপি, ফটোকপি, নোট, ইলেকট্রনিক ফরমেট বা প্রিন্ট-আউট পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করবেন;

(খ) ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য লাভে সহায়তা করবেন।

১০. তথ্য প্রদানের সময়সীমা ঃ

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন;

(খ) তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন;

(গ) তথ্য প্রদানের সাথে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করলে, সে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে লিখিত বা মৌখিক মতামত চেয়ে নোটিশ দিবেন। মতামত পাওয়া সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করবেন অথবা তথ্য প্রদানের অপারগতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন;

(ঘ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় কারণসমূহের মধ্যে আবেদনকারীর চাহিত তথ্য অন্তর্ভূক্ত হলে যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ আবেদনকারীকে প্রদান করবেন;

(ঙ) তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন;

(চ) উল্লিখিত সময়সীমাসমূহের মধ্যে তথ্য প্রদান করা না হলে, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী ঃ

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে মজুদ তথ্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে জানাবেন। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রপ্তির সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর তফসিল "ঘ" ফরম (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

(খ) যদি মূল্য লেখা না থাকে তবে কর্তৃপক্ষ যেরুপভাবে মূল্য নির্ধারণ করবেন; সেভাবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে;

(গ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক তথ্যের মূল্য নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ কোড নং .... তে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে।

১২.আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি ঃ

কোন ব্যক্তি যদি নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পাবেন।

- ❖ আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর ফরম ('গ'সংযুক্ত) এ আবেদন করা যাবে;
- ❖ সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করবে:

১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান ঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বা এর বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ কারণ ব্যতিত তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করলে বা আপীল গ্রহণ অস্বীকার করলে কিংবা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান ব্যর্থ হলে, ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে এবং কমিশনের নিকট অভিযোগ করা হলে কমিশন তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ ঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনাসমূহ বিনামূল্যে সর্বসাধারনের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করবে এবং এসবের কপিসমূহ নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখবে।

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।

১৬. মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী ও গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপঃ

(১) বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৯৬.৭% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে;

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার কমে ২১.০০ শতাংশে নেমে এসেছে;

(৩) ২০০৯ সাল হতে ৫ম শ্রেণীর পাঠ সমাপনান্তে দেশব্যাপী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ, ছাত্র-ছাত্রীদের সুসম মূল্যায়নের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করায় পূর্বের বৈষম্যনীতি দূরীভূত হয়েছে;

(৪) প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১২ সাল হতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ জন্য সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন করে মোট ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ৩১,৪১,১০৪ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়েছে;

(৫) ২০০৯ সাল হতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে প্রতিবছর বিনামূল্যে নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ১০ কোটির বেশি বই বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ৪ রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে;

(৬) ৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয়করণের লক্ষ্যে দেশের ২৬,১৯৩ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৪২১০ টি বিদ্যালয় অধিগ্রহণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। এতে শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে;

(৭) জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে;

(৮) বর্তমান সরকারের আমলে নবসৃষ্ট পদসহ বিভিন্ন শূণ্য পদের বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে ৩,৯০১ জন, সহকারি শিক্ষক পদে ৮৩,৩৯২ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি ১৯,৪৪ জনসহ রাজস্বখাতে মোট ৯৮,৮৫২ জন এবং উন্নয়ন খাতে ৩২৯ জন সর্বমোট ৯৯,১৮১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে।

(৯) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নে ১২ মাস ব্যাপী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন এর পরিবর্তে ১৮ মাসের ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিশু শিক্ষার পদ্ধতিগত উৎকর্ষতা সাধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

(১০) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) ০৫ বছরের মোট ৪৮১৫৬৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১২২টি উপজেলায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮,১৫,৬৩৬ জন হতে বাড়িয়ে ৭৮,১৭,৯৭৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে;

(১১) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, টিউবয়েল ও ওয়াশ ব্লক নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার নির্মাণসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ক্লাশরুমসমূহ শিশুবান্ধব করে নির্মাণ করা হয়েছে;

(১২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে ৯৬ টি দারিদ্র পীড়িত উপজেলায় ৭৫ গ্রাম হারে পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮২ টি উপজেলায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। এ ছাড়া ৩টি উপজেলায় কিছু কিছু বিদ্যালয়ে দুপুরে রান্না করা গরম খাবার বিতরণের পাইলট কর্মসূচি চালু করা হয়েছে;

(১৩) Reaching Out of School Children (ROSC) প্রকল্পের আওতায় দেশের অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৯০টি উপজেলায় ৬৮৪.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৭-১৪ বছর বয়সী ৭,৫০,০০০ হত-দরিদ্র ও ঝরেপড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;

(১৪) শহরের কর্মজীবী শিশুদের জ্য মৌলিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬,৬৪৬ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬৬,১৫০ জন কর্মজীবী শিশু কিশোরীকে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(১৫) ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(১৬) প্রাইমারি টিচার্স ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট (পিটিআই) বিহীন জেলায় ১২টি নতুন পিটিআই স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে;

(১৭) স্থানীয় কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের অনুদান দ্বারা বিদ্যালয়ের শিশুদের বিনোদন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ আনন্দমুখর করতে খেলনা, দোলনা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন খেলার উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে; এ ছাড়া

(১৮) বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়নের অংশ হিসেবে এবং পড়াশুনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ঐক্য এবং প্রতিযোগিতার সহায়ক হিসেবে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০১০ সালে জাতীয়ভাবে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট এবং একই উদ্দেশ্যে ২০১১ সাল হতে ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে;

(১৯) শহরের কর্মজীবী শিশুদের কারিগরি শিক্ষায় দক্ষকরে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

(২০) শিশু জরীপ-২০১০ সম্পন্নের মাধ্যমে সারাদেশে স্কুল গমনোপযোগী শিশু সংখ্যা নিরুপন করা হয়েছে;

(২১) দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকা পুনঃ নির্ধারণপূর্বক ভর্তি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মা সমাবেশ, শিক্ষকদের হোমভিজিট, পিটিএ সমাবেশ জোরদার করা হয়েছে;

(২২) স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্লান এর আওদায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩০,০০০/-টাকা হতে ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রতিটি জেলায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য এ্যাসিসটিভ ডিভাইস প্রদানের লক্ষ্যে ইউপেপ এর মাধ্যমে ২০০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

(২৩) রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ে ১,১০৯টি দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের ৪৯টি পিটিআইতে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫৫টি পিটিআইতে ৪টি করে ল্যাপটপসহ ৪টি করে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও মডেম সরবরাহ করা হয়েছে;

(২৪) প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে অনেক বিদ্যালয়ে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী করে শিশুদের হাতে কলমে এবং ক্লাশরুমে পাঠদান আকর্ষণীয় করা হচ্ছে;

মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যাঃ

বিদ্যালয়ের ধরন	স্কুল নং	শিক্ষক				ছাত্র-ছাত্রী			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	মহিলাদের %	বালক	বালিকা	মোট	বালিকাদের %
সরকারী প্রাই:স্কুল	৩৭৭০০	৭৬৪৫৭	১৩৭৩৩৪	২১৩৭৯১	৬৪.২	৫১৯৩৪৪৭	৫৩৭০৮৮৪	১০৬৫৬৪৩৩১	৫০.৮
রেজি: এনজিপিএস	২২৬৩২	৪৮৯১১	৪০৫৭২	৮৯৪৮৩	৪৫.৩	২১৬৯৭৮৬	২১৫৬১০৮	৪৩২৫৮৯৪	৪৯.৮
নন-রেজি:এনজিপিএস	২৭৯৯	৩১৯৪	৭৫৭৩	১০৭৬৭	৭০.৩	২২৮৪৫৯	২১৫২৬৫	৪৪৩৭২৪	৪৮.৫
একপ্রিমেন্টাল স্কুল	৫৬	২৮	১৯৯	২২৭	৮৭.৭	৫৮৬৯	৫৬৩০	১১৪৯৯	৪৯.০
এবতেদায়ী মাদরাসা	২৬২৩	৮৪৭৩	১৮৪৫	১০৩১৮	১৭.৯	১৭৭৬৭৭	১৬৬৪৪৩	৩৪৪১২০	৪৮.৪
কিন্ডারগার্ডেন	১৪১০০	৩৪৯৮২	৪৯৬৫৩	৮৪৬৩৫	৫৮.৭	৯৮১৪৬২	৮১৭০৩৮	১৭৯৮৫০০	৪৫.৪
এনজিও স্কুল	২১০১	১৫৩৮	৩১৫২	৪৬৯০	৬৭.২	১০৩৭২৮	১০৮৪৮৪	২১২২১২	৫১.১
কমিউনিটি স্কুল	১২৪৪	১০৫৫	৩২৪২	৪২৯৭	৭৫.৪	১০১৪৪৬	১০৬০৮০	২০৭৫২৬	৫১.১
একত্রে উচ্চ মাদ্রাসা	৫৫৮৩	১৯৬০৭	৩০৬৯	২২৬৭৬	১৩.৫	৪৩৪৯১০	৪১০৫২৮	৮৪৫৪৩৮	৪৮.৬
প্রাই: ও হাই স্কুল	১২৪৫	৩৬৫৪	৪৪৩৬	৮০৯০	৫৪.৮	২২৫০৩৮	২৪২৮৮৮	৪৬৭৯২৬	৫১.৯
ব্রাক স্কুল	৯৬৮৩	২৭২	৯৪৭২	৯৭৪৪	৯৭.২	৮৪৫৭১	১২৯৫৯০	২১৪১৬১	৬০.৫
রস্ক স্কুল	৩৮৩০	৭৩০	৩১২৪	৩৮৫৪	৮১.১	৪৬৩৫৯	৪৭৬৩৪	৯৩৯৯৩	৫০.৭
শিশু কল্যাণ প্রাই: স্কুল	১১২	১০০	২৫৪	৬৫৪	৭১.৮	৫২৩৪	৫৭৯৬	১১০৩০	৫২.৫
অন্যান্য স্কুল	৩১৫১	১৭৩১	১৮৫১	৩৫৮২	৫১.৭	২২৯৬৬	২১৬৫২	৪৪৬১৮	৪৮.৫
মোট	১০৬৮৫৯	২০০৭৩২	২৬৫৭৭৬	৪৬৬৫০৮	৫৭.০	৯৭৮০৯৫২	৯৮০৪০২০	১৯৫৮৪৯৭২	৫০.১

মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	*জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ; * জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র; এবং * পুনর্নির্মিত বিদ্যালয়সমূহে টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপন।	ডিপিই	জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১৬	১৬৬৬.৯০৬০
বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	*বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন; * বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৫০০ জন শিক্ষক নিয়োগ।	ডিপিই	জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১৫	৮৩৮.৬৭৫১
পিটিআইবিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন	*১২টি পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রতিবছর ১৫৮৪ জন শিক্ষককে সিইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান।	ডিপিই	জানুয়ারী ২০১১ থেকে জুন ২০১৫	২৫৮.৭৮
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৩	*প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সার্বিক উন্নয়ন; * প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপোযোগী সকল ছেলে মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো এবং পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নকরণ; *পাঁচবছর মেয়াদি শিক্ষাচক্র সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ; *প্রাথমিক শিক্ষা শ্রেণীভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত শিখনকাল এবং যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থাকরণ;	ডিপিই	জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬	১৮১৫৩.৮৮

	*প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো পরিবেশের গুণগতমানের উন্নয়ন সাধন; *প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সামগ্রী সরবাহ করা; *প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; *চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা; এবং * পরিকল্পনা কার্যক্রম উপজেলা এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত করা।			
ইসি সহায়তাপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	*প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ; *প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ; *প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেও ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ; * প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ; *প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন; *প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ।	ডিপিই	জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪	২০৩.৭৬
দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	*সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২ অর্জন; *দারিদ্রপীড়িত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিবন্ধন ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ; *অপুষ্টিহীনতা দূর করে ছাত্রদের শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করা; এবং *স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করা।	ডিপিই	জুলাই ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪	৩১৪৫.৫১
রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প	*স্কুল বহিভূত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি; *আনন্দ স্কুলের/শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি; এবং *সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।	ডিপিই	জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭	১১৪০.২৫
ইংলিশ ইন এ্যাকশন	*প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ইংরেজীতে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি; * শিক্ষার্থীদের ইংরেজীতে যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষকগণকে অডিও ভিজ্যুয়াল এবং আইসিটিতে দক্ষতা বাড়ানো।	ডিপিই	জুলাই ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭	১৪১.৪৫
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	*প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি করা; *প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা; *শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য টিচিং এইড সরবরাহ করা।	ডিপিই	জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৫	১৬৯.৩২
শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	*৬ডি বিভাগীয় শহওে ১০-১৪ বছর বয়সী ১.৬৬ লক্ষ কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেও (৬০% মেয়ে)মৌলিক শিক্ষা প্রদান; *১৩+বয়স গ্রুপের ৯১.৬৬ লক্ষ জন হতে) ২০,১৩০ জনকে জীবনধর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান।	বিএনএফই	জুলাই ২০০৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩০৩.৬১
মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)	*দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান; *জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে "সবার জন্য শিক্ষা" এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত 'জাতীয়	বিএনএফই	জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০১৮	৪৫২.৫৮

	* কর্মপরিকল্পনা-২' এবং '৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা; *জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি-২০০৬ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে অবদান রাখা; *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ তৈরিতে সহায়তা; *তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক তৈরি।			
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	*প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি; *চাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি; *প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুদের দারিদ্র হ্রাস এবং *প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিকরণ।	ডিপিই	জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৫	৩৯০০.২৬
প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	*কাব-স্কাউটিং এর বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল, চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা; এবং *দশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার নতুন কাব ইউনিট গঠনে মাধ্যমে কাব স্কাউটের সংখ্যা ২.৪ লক্ষে উন্নীতকরণ।	বাংলাদেশ স্কাউটস	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫	১১.৪০

মন্ত্রণালয়ের বাজেটঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২০১৪-২০১৫ সালের বাজেট

বিবরণ	বাজেট ২০১৪-২০১৫
অনুন্নয়ন	৭৮৯৮,৪৩,৭০
উন্নয়ন	৫৭৭৮,০৯,০০
মোটঃ	১৩৬৭৬,৫২,৭০
রাজস্ব	১০৪৯৯,৭০,১৭
মূলধন	৩১৭৬,৮২,৫৩
	১৩৬৭৬,৫২,৭০

দপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিটওয়ারী ব্যয় (২০১৪-১৫)

বিবরণ	বাজেট ২০১৪-২০১৫
সচিবালয়	১৭৯১,৪৬৯০
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৬০৫৪,৩১,৮৫
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ	৫৫৮৩,১৫,৯০
প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৭,২১,৬৩
উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়সমূহ	১২০,৬৯,০০
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	৭৮,৫৩,৯৭
কমিউনিটি স্কুল	৮,০৪,৫০
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী	৩,০৮,৯৫
সর্বমোটঃ	১৩৬৭৬,৫২,৭০

১৭. সংযুক্তিঃ

পরিশিষ্ট-'ক'

স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকাঃ

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব;
- বিভিন্ন ধরনের ফরমস;
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আইন, চাকুরি প্রবিধানমালা-.............,প্রজ্ঞাপন,নির্দেশনা,ম্যানুয়াল ইত্যাদি;
- সচিব, মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের নাম ও যোগাযোগের ঠিকনা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর, ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা;
- ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদি;
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি;
- অনুমদিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদি;
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক গ্রেড প্রদান।

তফসিল-১

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের সর্বোচ্চ সময়	
১.	কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ	৩ মাস	নোটিশ বোর্ড, প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
২.	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩.	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জবাবদিহিতা এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যম	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৪.	কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডিরেক্টরী	২ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৫.	কার্যসম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, ডকুমেন্ট এবং রেকর্ড	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৬.	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোন ধরনের পরামর্শ/প্রতিনিধিত্ব, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত এর বিবরণ	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৭.	কোন বোর্ড, কাউন্সিল কমিটি বা অন্য কোন বডি যাহা কর্তৃপক্ষের অংশ হিসাবে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি এবং অন্য সকল সংস্থার সভা ও সভার সিদ্ধান্ত।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৮.	কর্তৃপক্ষের বাজেট এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন, দপ্তরসমূহের বাজেট/সকল পরিকল্পনার ধরন চিহ্নিতকরণ, প্রস্তাবিত খরচ এবং প্রকৃত ব্যয়ের উপর রিপোর্ট তৈরি।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৯.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী ও বরাদ্দকৃত অর্থ বা সম্পদের পরিমাণের বিবরণ।	১ মাস	সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ভর্তুকি কর্মসূচিত অংশ হিসাবে প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১০.	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত/গ্যারান্টেড কনসেশন, অনুদান, পারমিট/লাইসেন্স, বরাদ্দ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রহীতাদের বিবরণ (প্রয়োজনীয় শর্তাদির বিবরণসহ)।	১ মাস	সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ভর্তুকি কর্মসূচিত অংশ হিসাবে প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১১.	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে সহজলভ্য এবং উহার নিকট রক্ষিত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত ধরন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	৬ মাস	ওয়েবসাইট/বিনা মূল্যে সরবরাহ।
১২.	নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিবরণ, জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত লাইব্রেরী/পড়ার কক্ষের কার্য ঘন্টা ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৩ মাস	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট/ গণমাধ্যম ইত্যাদি।

তফসিল-২

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের সর্বোচ্চ সময়	
১.	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী এবং অন্যান্য তথ্যাদি।	২ মাস	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট/গণমাধ্যম।
২.	আপীল কর্তপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ।	২ মাস	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড এবং ইন্টারনেট।
৩.	তথ্য কমিশন এবং কমিশনারদের নাম, পদবী ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ।	১ মাস	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড এবং ইন্টারনেট।
৪.	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল আবেদনপত্রের একটি অনুলিপি, যাহার মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ- (ক) যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপত্রটি গৃহীত হইয়াছে তাহার নাম; (খ) ডকুমেন্টের অনুরোধ; (গ) অনুরোধের তারিখ।	আবেদন প্রাপ্তির ২ সপ্তাহের মধ্যে	গৃহীত আবেদনপত্রের একটি কপি প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিট, ইন্টারনেটে অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকবে।
৫.	সরকার, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত- (ক) সকল উন্নয়ন/পূর্তকাজ/প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি; (খ) প্রত্যেক চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তির মেয়াদকাল ইত্যাদি।	চুক্তি সম্পাদন/ কার্যাদেশ প্রদানের পর	যে এলাকায় পূর্ত কাজ সম্পাদিত হইবে সে এলাকার এমন সব স্থানে, যাহা সেই এলাকার জনগণের কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় যেমন, গণগ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এই ধরনের অন্য স্থান।

I) অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা ঃ

- পরিশিষ্ট-'ক' তে বর্ণিত স্বপ্রণোদিত সকল তথ্য;
- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় (৪.৩ অনুচ্ছেদে বিধৃত) এরুপ তথ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল তথ্য যা প্রকাশে আইনগত কোন বাধা নেই।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেটের অনুলিপি

II) অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে আংশিক প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা ঃ

- _চাহিদা তথ্যের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়; এবং যতটুক অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ।

ফরম-'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....

....(নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম

ঃ...

পিতার নাম

ঃ...

মাতার নাম

ঃ...

বর্তমান ঠিকানা

ঃ...

স্থায়ী ঠিকানা ঃ..

ফ্যাক্স,ই-মেইল,টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)

ঃ...

২। কি ধরনের তথ্য*(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

ঃ...

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত

ঃ...

ই-মেইল/ফ্যাকস/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ..

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা

ঃ...

আবেদনের তারিখঃ.. আবেদনকারীর স্বাক্ষর

---

*তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা,২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য

ফরম-'খ'

[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বরঃ তারিখঃ....................................

প্রতি

আবেদনকারীর নামঃ..

ঠিকানাঃ...

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথাঃ-

১। ....
....

২। ....
....

৩। ....
....

(...................................)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

পরিশিষ্ট-'ঙ'

ফরম-'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সক্রান্ত) বিধিমালার বিধি -৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....

....(নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ..

২। আপীলের তারিখ ঃ..

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)

ঃ..

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ..

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ..

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ..

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ..

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ..

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীলে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ..

তারিখঃ.....................................

আপীল আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম-'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রধান-৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ,আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর,ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং...

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ...
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ...

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে ঃ...
তাহার নাম ও ঠিকানা

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ...

৫। সংক্ষুদ্ধতার কারন (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ
আণয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ...

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যোক্তিকতা ঃ...

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ
পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করতে হবে) ঃ...

সত্যপাঠ

আমি/আমরাএই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগকৃত আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-'ছ'

ফরম-'গ'

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং.. ।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ..

২। অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা

ঃ..

৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে)

ঃ..

৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)

ঃ..

৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা

ঃ..

(কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

সত্যপাঠ

আমি/আমরাএই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগকৃত আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)